রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ৪, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
**বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়**
**জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ**
**অপারেশন-১ শাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ০৩ জানুয়ারি, ২০২৪

**নং-২৮.০০.০০০০.০২৬.৪২.০০১.২৩.০১।**—স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে জ্বালানি পরিসেবায় বিদ্যমান পদ্ধতির পাশাপাশি ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রেতার নিকট হতে ক্রয়াদেশ গ্রহণপূর্বক দ্রুততম সময়ে নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্তভাবে ভ্রাম্যমাণ পদ্ধতিতে জ্বালানি পণ্য বিক্রয়/ সরবরাহের লক্ষ্যে ডিলার/সরবরাহকারী নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২৪ এতদসঙ্গে প্রকাশ করা হলো।

**"ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ পদ্ধতিতে জ্বালানি পণ্য বিক্রয়/সরবরাহের লক্ষ্যে ডিলার/সরবরাহকারী নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২৪"**

১। **ভূমিকা:**

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন, যোগাযোগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে জ্বালানি তেলের গুরুত্ব অপরিসীম। পদ্মা সেতু নির্মাণসহ বিভিন্ন স্থানে দ্রুতগতির এক্সপ্রেস সড়ক, বঙ্গবন্ধু টানেল, ফোর-লেন, সিক্স-লেন মহাসড়ক নির্মাণ, পরিকল্পিত শিল্পায়ন, নগরায়নের ফলে জ্বালানি তেলের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের জীবনমানের উন্নয়নের সাথে সাথে জ্বালানি তেলের গ্রাহক/ভোক্তা শ্রেণির প্রত্যাশা বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রাহক/ভোক্তাগণের নিকট নিরাপদে ও দ্রুততম সময়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ পদ্ধতিতে জ্বালানি পণ্য বিক্রয়/ সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিদ্যমান জ্বালানি তেল বিপণন ব্যবস্থার পাশাপাশি সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতি/তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ পদ্ধতিতে ভোক্তাদের নিকট হতে সরবরাহ আদেশ প্রাপ্তি/গ্রহণ এবং তদনুযায়ী দ্রুততম সময়ে ঝুঁকিমুক্তভাবে জ্বালানি পণ্য বিক্রয়/সবররাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিলার/ সরবরাহকারী নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা আবশ্যক।


**মূল্য :** টাকা ২০.০০

যেহেতু, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ভ্রাম্যমাণ পদ্ধতিতে জ্বালানি পণ্য বিক্রয়/ সরবরাহের লক্ষ্যে ডিলার/সরবরাহকারী নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা সমীচীন; সেহেতু জ্বালানি তেল বিপণন ব্যবস্থায় আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ পদ্ধতিতে জ্বালানি পণ্য বিক্রয়/সরবরাহ সংক্রান্ত নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

**২। শিরোনাম ও প্রয়োগ:**

২.১) এ নীতিমালা "ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ পদ্ধতিতে জ্বালানি পণ্য বিক্রয়/সরবরাহের লক্ষ্যে ডিলার/সরবরাহকারী নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২৪" নামে অভিহিত হবে।

২.২) এ নীতিমালার সকল শর্তাবলি ভ্রাম্যমাণ পদ্ধতিতে জ্বালানি পণ্য বিক্রয়/ সরবরাহের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে।

২.৩) এ নীতিমালার আলোকে অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান জ্বালানি তেল হিসেবে ডিজেল, অকটেন, পেট্রোল ও লুব অয়েল সরবরাহ করতে পারবে।

২.৪) এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

**৩। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:**

৩.১) তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভোক্তার দোরগোড়ায় মানসম্মত ও সঠিক পরিমাপে জ্বালানি তেল বিপণন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা;

৩.২) ডিজিটাল পদ্ধতি/তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ভোক্তাদের নিকট হতে জ্বালানি পণ্যের চাহিদা গ্রহণ এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে ঝুঁকিমুক্তভাবে হোম ডেলিভারি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জ্বালানি সরবরাহ সেবা সহজিকরণ।

**৪। সংজ্ঞা: বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকলে, এ নীতিমালায়-**

৪.১) "আইন" বলতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এ্যাক্ট, ১৯৭৪; পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন, ২০১৬ কে বুঝাবে।

৪.২) "বিধিমালা" বলতে পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮ সহ সংশ্লিষ্ট বিধিমালাসমূহকে বুঝাবে।

৪.৩) "নীতিমালা" বলতে 'জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা, ২০১৮ (সংশোধিত, ২০২০)' এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য নীতিমালাসমূহকে বুঝাবে।

৪.৪) "নির্দেশিকা" বলতে 'ডিজিটাল কমার্স পরিচালন নির্দেশিকা, ২০২১', ও 'ডিজিটাল বিজনেস আইডেনডিটি (ডিবিআইডি) নিবন্ধক নির্দেশিকা' এবং এ সংক্রান্ত তথ্যপ্রযুক্তি খাতের অন্যান্য নির্দেশিকাসমূহকে বুঝাবে।

৪.৫) "ডিলার/সরবরাহকারী" বলতে এ নীতিমালার আলোকে জ্বালানি সরবরাহ প্রদানের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে।

৪.৬) "ভোক্তা/ক্রেতা/গ্রাহক" বলতে এ নীতিমালার আলোকে অনুমোদিত ডিলার/ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অ্যাপস/ডাটাবেজে ডিজিটাল Know Your Customer (KYC) ফরম পূরণের মাধ্যমে নিবন্ধিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে।

৪.৭) "লাইসেন্স" বলতে বিস্ফোরক পরিদপ্তর হতে ইস্যুকৃত লাইসেন্সকে বুঝাবে।

৪.৮) "পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য" বলতে ডিজেল, অকটেন, পেট্রোল ও লুব অয়েলকে বুঝাবে।

৪.৯) "ছাড়পত্র" বলতে পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের ছাড়পত্রকে বুঝাবে।

৪.১০) "অনাপত্তি" বলতে জেলা প্রশাসকের অনাপত্তিকে বুঝাবে।

৪.১১) "ডেলিভারি বাউচার" বলতে জ্বালানি তেল পরিবহণের জন্য অনুমোদিত 'ভ্রাম্যমাণ পরিবহণ যান'কে বুঝাবে।

৪.১২) "জেরিক্যান" বলতে আমদানিকৃত/স্থানীয়ভাবে বিশেষভাবে তৈরি ১৫/২০/২৫ লিটার সাইজের বিএসটিআই অনুমোদিত ও ক্যালিব্রেশনকৃত স্টিলের তৈরি সম্পূর্ণ সিলড ক্যাপযুক্ত পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য ধারণ/বহনযোগ্য পাত্রকে বুঝাবে।

৪.১৩) "বিপণন কোম্পানি" বলতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড (পিওসিএল), মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (এমপিএল) ও যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড (জেওসিএল)-কে বুঝাবে।

৪.১৪) "ডিপো" বলতে জ্বালানি তেলের প্রধান স্থাপনা (Main Installation)/ ডিপোসমূহকে বুঝাবে।

৪.১৫) "মূল্য" বলতে ভোক্তা পর্যায়ে জ্বালানি তেল বিক্রয়ের জন্য গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্যকে বুঝাবে।

৪.১৬) "সার্ভিস চার্জ" বলতে ভোক্তা পর্যায়ে জ্বালানি তেল বিক্রয়ের জন্য গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত অর্থকে বুঝাবে।

৪.১৭) "ডিজিটাল বিজনেস আইডেনডিটি (ডিবিআইডি) নম্বর" বলতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় কমার্স সেলে ডিজিটাল কমার্স প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নম্বরকে বুঝাবে।

**৫। ডিলার/ সরবাহকারী নিয়োগ পদ্ধতি:**

৫.১) **অনুচ্ছেদ-৫** এ উল্লিখিত যোগ্যতা সম্পন্ন আগ্রহী প্রতিষ্ঠান **অনুচ্ছেদ-৭** উল্লিখিত কাগজপত্রাদিসহ বিপণন কোম্পানির নিকট **সংযুক্ত ফরম-১** যথাযথভাবে পূরণের মাধ্যমে আবেদন করবে।

৫.২) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের আবেদিত বিক্রয়/সরবরাহ ক্ষেত্র অনুযায়ী বিপণন কোম্পানিসমূহের মাঠ কর্মকর্তাগণ যৌথভাবে উক্ত প্রস্তাবনা ও সম্ভাব্যতা যাচাই করে উদ্যোক্তা কর্তৃক ডিলারশীপের জন্য আবেদনকারী কোম্পানিতে যৌথ প্রতিবেদন প্রদান করবে। উক্ত প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে তেল বিপণন কোম্পানির স্ব স্ব বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৫.৩) বোর্ডের অনুমোদন প্রাপ্তির পর উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের আবেদন ( কোম্পানি প্রোফাইলসহ যাবতীয় তথ্যের সত্যায়িত কপি), মাঠ কর্মকর্তাদের যৌথ প্রতিবেদন এবং বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের সত্যায়িত প্রতিলিপিসহ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বিপিসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করবে।

৫.৪) বিপিসি যৌক্তিক সময়ের মধ্যে এ সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে অনুমোদন বিবেচনা করবে। চূড়ান্ত অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে বিপণন কোম্পানির সঙ্গে ডিলারশীপ এগ্রিমেন্ট সম্পাদন করবে।

৫.৫) চূড়ান্ত অনুমোদন এবং কোম্পানির সঙ্গে ডিলারশীপ চুক্তি সম্পাদন ব্যতিরেকে কোন প্রতিষ্ঠান এ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না। অনুমোদিত ডিলার ডিজেল, পেট্রোল, অকটেন ও লুব অয়েল ব্যতীত অন্য কোন জ্বালানি তেল বিপণন/ বিক্রয় করতে পারবে না।

৫.৬) চূড়ান্ত অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করতে হবে। তবে, যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক ডিলারের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাণিজ্যিকভাবে চালুর লক্ষ্যে অনুমোদিত সময়সীমা ১ (এক) বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে। তবে, উক্ত সময়সীমার মধ্যে অনুমোদিত এলাকায় নতুন কোন ডিলারশীপ প্রদান করা যাবে না।

৫.৭) অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মেট্রোপলিটন/ সিটি কর্পোরেশন এলাকার আয়তন ও জনসংখ্যাসহ অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে পিওসিএল/ এমপিএল/জেওসিএল এর পৃথক পৃথক ডিলার নিয়োগ করা যাবে। চাহিদা/ প্রয়োজনীয়তার নিরিখে অনুমোদিত মেট্রোপলিটন/সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিপণন কোম্পানিসমূহ যৌথভাবে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে ডিলার সংখ্যা নির্ধারণ করবে।

**৬। ডিলার/ সরবরাহকারী নিয়োগ প্রাপ্তির যোগ্যতা:**

(ক) আবেদনকারীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং রেজিষ্টার্ড দাপ্তরিক কার্যালয় থাকতে হবে।

(খ) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল কমার্স নীতিমালার আলোকে ডিজিটাল বিজনেস আইডেনডিটি (DBID) নম্বরধারী হতে হবে;

(গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ/অধিদপ্তর/বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এর অধীনে জ্বালানি খাতের সেবা প্রদানের জন্য রেজিষ্টার্ড/নিবন্ধিত হতে হবে;

(ঘ) ট্রেড লাইসেন্সে অনলাইন মার্কেটিং বা ই-কমার্স উল্লেখ থাকতে হবে;

(ঙ) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিগত ৩ (তিন) বছরে সর্বনিম্ন ৩ (তিন) কোটি টাকার ব্যাংক টার্নওভার থাকতে হবে এবং উক্ত আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধক (আরজেএসসি) হতে নিবন্ধিত পেইড আপ ক্যাপিটাল বা প্রারম্ভিক মূলধন সর্বনিম্ন ১০ (দশ) লক্ষ টাকা হতে হবে।

(চ) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিক সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) অথবা ঢাকা চেম্বার অব কমার্স (ডিসিসিআই), ই-কমার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)-এর সদস্য হতে হবে।

(ছ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ/অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/বিভাগ/সংস্থার অনুমোদিত নিজস্ব অ্যাপস/সফটওয়্যার, ওয়েবলিংক ও সার্ভার থাকতে হবে এবং ভোক্তাদের যাবতীয় তথ্যাদি সফটওয়্যারে যথাযথভাবে সুরক্ষিত রাখতে হবে।

(জ) ব্যবহৃতব্য অ্যাপস/ওয়েবলিংক, অপারেশনাল সফটওয়্যার, ব্র্যান্ড নাম ও লোগোসহ অন্যান্য বিষয়গুলো বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস কর্তৃক নিবন্ধিত ডকুমেন্টের প্রমাণক দাখিল করতে হবে এবং অ্যাপস/ ওয়েবলিংক পরিচালনা, ভোক্তাদের ডাটা সার্ভারে সংরক্ষণ সংক্রান্ত কাজে প্রশিক্ষিত টিম থাকতে হবে।

(ঝ) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মালিকানাধীন আন্তর্জাতিক মানের পর্যাপ্ত সংখ্যক ডেলিভারি ফুয়েল বাউচার (ট্যাংকলরী) থাকতে হবে, যার সাথে আন্তর্জাতিক মানের/ মোবাইল ফুয়েল ডেলিভারি পাম্পে ব্যবহৃত বিখ্যাত ব্র্যান্ড/সমমানের অটোমেটিক ডিজিটাল ডিসপেনসিং ইউনিট সংযুক্ত (Built-in) থাকতে হবে এবং ডিপো হতে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য সংগ্রহের জন্য এক বা একাধিক ফুয়েল বাউচার থাকতে হবে। তবে, সকল ধরনের ফুয়েল বাউচার আবশ্যিকভাবে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) কর্তৃক ক্যালিব্রেশনকৃত হতে হবে।

(ঞ) আমদানিকৃত/স্থানীয়ভাবে নির্মিত ডেলিভারি ফুয়েল বাউচার এর ধারণক্ষমতা ২,০০০ (দুই হাজার) লিটার থেকে ৬,০০০ (ছয় হাজার) লিটার এর মধ্যে হতে পারে। ডিপো হতে জ্বালানি তেল সংগ্রহ/মজুদের জন্য সর্বোচ্চ ১৮,০০০ (আঠার হাজার) লিটার ধারণক্ষমতার একাধিক ফুয়েল বাউচার থাকতে পারে। তবে, প্রত্যেকটি বাউচার এর ডিজাইন/ স্পেসিফিকেশন বিস্ফোরক পরিদপ্তর হতে পৃথক পৃথকভাবে অনুমোদিত হতে হবে।

(ট) জ্বালানি তেল সংগ্রহ/ডেলিভারি বাউচার (ট্যাংকলরী) সংরক্ষণের জন্য অনুমোদিত এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণ নির্দিষ্ট স্থান/জায়গা থাকতে হবে।

(ঠ) অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট বিপণন কোম্পানির অনুকূলে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা জামানত (ফেরতযোগ্য) প্রদান করতে হবে।

(ড) ভোক্তাদের নিকট হতে অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক, মোবাইল ব্যাংকিং বা ডিজিটাল গেইটওয়ের মাধ্যমে করতে হবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/গেটওয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

(ঢ) ব্যবহৃতব্য অ্যাপস/ওয়েবলিংক, অপারেশনাল সফটওয়্যার, ব্র্যান্ড নাম ও লোগোসহ অন্যান্য বিষয়গুলো বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস কর্তৃক নিবন্ধিত হতে হবে।

(ণ) ফুয়েল বাউচার এর মাধ্যমে জ্বালানি সরবরাহ সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত জনবলসহ চালক ও সহকারীর ড্রাইভিং লাইসেন্স, ফায়ার ফাইটিং প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

(ত) অনুমোদিত ডিলারের ফুয়েল বাউচারের অবস্থান জানার জন্য প্রতিটি বাউচারের (GPS Loacation Tracker, Navigation System, Enterprise Resource Locator) প্রযুক্তির ব্যবহার থাকতে হবে। এ সংক্রান্ত তথ্যাদি বিস্ফোরক পরিদপ্তর/বিপিসি/বিপণন কোম্পানি/জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের উপযুক্ত প্রতিনিধির নিকট দাখিল করতে হবে।

**৭। আবেদনের সাথে যে সকল তথ্যাদি সংযুক্ত করতে হবে:**

(ক) **সংযুক্ত ফরম-১** অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

(খ) কোম্পানির বিজনেস/প্রজেক্ট প্রোফাইল, বিগত বছরের আয়-ব্যয় বিবরণী, বিনিয়োগের অর্থের উৎস, আর্থিক সচ্ছলতা সনদ, কেন্দ্রীয় ডিজিটাল কমার্স সেন্টারে নিবন্ধিত সনদপত্র, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ/অধিদপ্তরের নিবন্ধিত সনদপত্র দাখিল করতে হবে।

(গ) অনলাইন মার্কেটিং বা ই-কমার্স ব্যবসা পরিচালনা করার অনুমতি আছে এমন ট্রেড লাইসেন্স, হালনাগাদ ভ্যাট সার্টিফিকেট, আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির সর্বশেষ করবর্ষের আয়কর পরিশোধ সংক্রান্ত প্রমাণক বা আয়কর রিটার্ন ডকুমেন্টের কপি এবং জাতীয় পরিচয়পত্র।

(ঘ) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিগত ৩ (তিন) বছরে সর্বনিম্ন ৩ (তিন) কোটি টাকার ব্যাংক টার্নওভার এর প্রমাণপত্র। এবং উক্ত আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধক (আরজেএসসি) নিবন্ধিত পেইড আপ ক্যাপিটাল বা প্রারম্ভিক মূলধন সর্বনিম্ন ১০ (দশ) লক্ষ টাকার প্রমাণপত্র।

(ঙ) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিক সংগঠন এফবিসিসিআই/ডিসিসিআই, ই-কমার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)-এর সদস্য হওয়ার প্রমাণক।

(চ) ব্যবহৃতব্য অ্যাপস/ওয়েবলিংক, অপারেশনাল সফটওয়্যার, ব্র্যান্ড নাম ও লোগোসহ অন্যান্য বিষয়গুলো বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস কর্তৃক নিবন্ধিত ডকুমেন্টের প্রমাণক দাখিল করতে হবে।

(ছ) জ্বালানি তেল সংগ্রহ/ডেলিভারি বাউচার (ট্যাংকলরী) সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত জায়গার মালিকানা/ইজারাকৃত/ভাড়াটিয়া সংক্রান্ত চুক্তির দলিলাদির সত্যায়িত ফটোকপি।

(জ) ফুয়েল বাউচার এর বিবরণীসহ বিএসটিআই'র ক্যালিব্রেশন সনদ, ছবি এবং ক্যাটালগ।

(ঝ) অ্যাপস/ওয়েবলিংক পরিচালনা, ভোক্তাদের ডাটা সার্ভারে সংরক্ষণ সংক্রান্ত কাজে প্রশিক্ষিত টিমের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিবরণী দাখিল করতে হবে।

(ঞ) ফুয়েল বাউচার এর মাধ্যমে জ্বালানি সরবরাহ সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত চালক ও সহকারী এর ড্রাইভিং লাইসেন্স, ফায়ার ফাইটিং প্রশিক্ষণ সনদ।

**৮। বিক্রয়/ সরবরাহের অধিক্ষেত্র:**

৮.১) দেশের মেট্রোপলিটন শহরের আওতাভুক্ত এলাকার Geofencing কৃত অধিক্ষেত্রের আবাসিক ভবন, বাণিজ্যিক ভবন, সরকারি স্থাপনা, মার্কেট বা শপিংমল/সেন্টার, ভারি নির্মাণ যন্ত্রপাতি, শিল্প-কারখানা এবং যানবাহনে জ্বালানি সরবরাহ করা যাবে।

৮.২) অনুমোদিত মেট্রোপলিটন/সিটি কর্পোরেশন এলাকা যেমন- ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, ময়মনসিংহ, বরিশাল, রংপুর, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ এবং গাজীপুরসহ প্রস্তাবিত মেট্রোপলিটন এলাকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যতীত অন্য কোন শহর/উপশহর/জেলা/উপজেলা/ মহাসড়কে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না। তবে, বিপিসির সুপারিশের ভিত্তিতে সরকারের অনুমোদনক্রমে এ নীতিমালার সকল শর্ত পরিপালনপূর্বক দেশের যেকোন মেট্রোপলিটন/সিটি কর্পোরেশনসহ এ সুবিধা পর্যায়ক্রমে প্রান্তিক পর্যায়ে কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা যাবে।

৮.৩) অনুমোদিত মেট্রোপলিটন এলাকা/সিটি কর্পোরেশন যেমন- ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, ময়মনসিংহ, বরিশাল, রংপুর, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ এবং গাজীপুরসহ প্রস্তাবিত মেট্রোপলিটন/ সিটি কর্পোরেশন এলাকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এর আয়তন Google Maps এর মাধ্যমে Geofencing প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত হতে হবে। নিবন্ধিত Geolocation/ Geofencing এলাকার বাহিরে ডিলারের অ্যাপস/ডাটাবেজ নিষ্ক্রিয়/বন্ধ থাকবে।

**৯। বিক্রয়/ সরবরাহের জন্য গ্রাহক নিবন্ধন:**

৯.১) **অনুচ্ছেদ-৮** এ বর্ণিত অধিক্ষেত্রসমূহের ভোক্তা/ক্রেতা/গ্রাহকগণকে অবশ্যই অনুমোদিত ডিলারের অ্যাপস/ডাটাবেজে ডিজিটাল Know Your Customer (KYC) ফরম পূরণের মাধ্যমে নিবন্ধিত হতে হবে। ডিজিটাল KYC ফরম প্রদান করতে হবে, যাতে প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, এনআইডি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), টিআইএন নম্বর, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর, মোবাইল নম্বর, ডেলিভারি লোকেশন, সররবাহ ক্ষেত্র/ব্যবহারের খাতের বিবরণ থাকতে হবে।

৯.২) নিবন্ধিত লোকেশন এবং অনুমোদিত সরবরাহ ক্ষেত্র/ব্যবহারের খাত ব্যতীত অন্য কোথাও পণ্য সরবরাহ করা যাবে না। Geolocation নিবন্ধনের ক্ষেত্রে Google Map Integration থাকতে হবে।

৯.৩) ডিলারের অ্যাপস/ডাটাবেজের ডিজিটাল KYC ফরমটি **সংযুক্ত ফরম-২** এর নমুনা অনুযায়ী হতে হবে। অ্যাপস/ডাটাবেজের মাধ্যমে জ্বালানি তেল সংগ্রহে আগ্রহী ভোক্তা/ ক্রেতা/গ্রাহকগণ কর্তৃক পূরণকৃত ডিজিটাল KYC ফরমে প্রদত্ত তথ্যাদি সরেজমিন পরিদর্শন করে সত্যতা যাচাই/নিশ্চিত করবে। KYC ফরমে প্রদত্ত তথ্যাদি সঠিক হলে গ্রাহক নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে। নিবন্ধন ব্যতীত কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে জ্বালানি পণ্য সরবরাহ করা যাবে না।

৯.৪) অনুমোদিত ডিলার তার ডেলিভারি অ্যাপস এর মাধ্যমে জ্বালানি পণ্য ডেলিভারির সময় গ্রাহকের নিবন্ধিত সররবাহ ক্ষেত্র/ব্যবহারের খাতে পণ্য সরবরাহ করা হয়েছে কিনা সেটা নিশ্চিত করণের জন্য ডেলিভারি পরবর্তী নিবন্ধিত সররবাহ ক্ষেত্র/ব্যবহারের খাতের ছবি ডিলারের অ্যাপসে আপলোড করতে হবে।

**১০। বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অনুমোদন:**

১০.১) অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের ডিপো হতে জ্বালানি তেল সংগ্রহের বাউচার, ডেলিভারি বাউচার এবং জ্বালানি তেল মজুদের জন্য বাউচারসমূহের জন্য আবশ্যিকভাবে পৃথক পৃথক বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অনুমোদন ও লাইসেন্স থাকতে হবে।

১০.২) বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন বাউচারের আকৃতি পরিবর্তন করা যাবে না।

**১১। অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা:**

১১.১) জ্বালানি তেল পরিবহণ ও ডেলিভারি প্রদানের সময়ে আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য প্রতিটি ডেলিভারি বাউচারে আধুনিক/অটোমেটিক অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা Built-in থাকতে হবে।

১১.২) অনুমোদিত ডিলারের ডেলিভারি বাউচারে আধুনিক/অটোমেটিক অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা Built-in রয়েছে মর্মে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে প্রত্যয়নসহ পৃথক পৃথক ফায়ার লাইসেন্স থাকতে হবে।

**১২। জ্বালানি তেল সংগ্রহ:**

তেল বিপণন কোম্পানির নিবন্ধিত ডিলার কোম্পানির নিয়োগপত্রে উল্লেখকৃত নিকটতম ডিপো হতে অগ্রিম মূল্য পরিশোধপূর্বক জ্বালানি তেল সংগ্রহ করতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে কোম্পানির লিখিত অনুমোদন সাপেক্ষে একই কোম্পানির অন্য যে কোন ডিপো হতে জ্বালানি তেল সংগ্রহ করতে পারবে। ভিন্ন কোন উৎস হতে জ্বালানি তেল সংগ্রহ করা যাবে না।

**১৩। জ্বালানি তেল মজুদ:**

ভূগর্ভস্থ কোন ট্যাংকে জ্বালানি তেল মজুদ করা যাবে না। এ জাতীয় কোন স্থাপনা নির্মাণের প্রমাণ পাওয়া গেলে ডিলারশীপ বাতিল করা হবে। তবে উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান তেল পরিবহণে ব্যবহৃত বাউচারে কোম্পানি অনুমোদিত যৌক্তিক পরিমাণে তেল সংরক্ষণ করতে পারবে।

**১৪। জ্বালানি তেল পরিবহণ ও সরবরাহ:**

১৪.১) বিস্ফোরক পরিদপ্তরের বিধিমালা অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে তৈরি বা আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত (Modification) বা সম্পূর্ণভাবে আমদানিকৃত বাউচার দ্বারা জ্বালানি তেল পরিবহণ এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে লাইসেন্সযোগ্য পরিমাণ ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর হতে মজুদ লাইসেন্স গ্রহণ সাপেক্ষে ভোক্তাদের সংশ্লিষ্ট আবাসিক ভবন, বাণিজ্যিক ভবন, সরকারি স্থাপনা, বিপণিবিতান এর জেনারেটর, ভারি নির্মাণ যন্ত্রপাতি এবং শিল্প কারখানার অনুমোদিত ট্যাংকে সরাসরি সরবরাহ করতে হবে। এছাড়াও যানবাহনেও জ্বালানি তেল সরবরাহ করা যাবে।

১৪.২) জ্বালানি তেল পরিবহণে নিয়োজিত বাউচারসমূহকে অবশ্যই বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনকৃত হতে হবে।

১৪.৩) এ নীতিমালার আলোকে অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান আমদানিকৃত/স্থানীয়ভাবে বিশেষভাবে তৈরি ১৫/২০/২৫ লিটার সাইজের বিএসটিআই কর্তৃক ক্যালিব্রেশনকৃত স্টিলের তৈরি সম্পূর্ণ সিলড ক্যাপযুক্ত জেরিক্যান এর মাধ্যমে জ্বালানি সরবরাহ করতে পারবে।

১৪.৪) জেরিক্যান মনিটরিং এবং ব্যবস্থাপনার জন্য ডিজিটাল/যথাযথ ব্যবস্থা/পদ্ধতি থাকতে হবে। অননুমোদিত কোন প্লাস্টিক/স্টিলের পাত্র/ড্রামের মাধ্যমে জ্বালানি সরবরাহ করা যাবে না।

**১৫। বিমা:**

বীমা আইন, ২০১০ এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি-বিধানের আলোকে আবশ্যিকভাবে জ্বালানি পণ্য পরিবহণ ও সরবরাহ কাজে ব্যবহৃত বাউচার (ট্যাংকলরী) ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির জন্য সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এবং এ সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত জনবলের জন্য জীবন বীমা কর্পোরেশন এর মাধ্যমে বীমা করতে হবে। এ সংক্রান্ত প্রমাণক ডিলারশীপ চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে বিপণন কোম্পানির নিকট দাখিল করতে হবে।

**১৬। ভোক্তা/ক্রেতা/গ্রাহকদের তথ্যাদির গোপনীয়তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ:**

অ্যাপস/ওয়েবলিংক ব্যবহার করে জ্বালানি তেল গ্রহণকারীদের সকল তথ্যাদি ডিলারকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে; যা আবশ্যিকভাবে গোপন রাখতে হবে। বিপিসি/তেল বিপণন কোম্পানি এ সংক্রান্ত তথ্য চাহিবামাত্র সরবরাহ/প্রদানে ডিলার বাধ্য থাকবে।

**১৭। মূল্য ও সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ:**

১৭.১) অনুমোদিত ডিলারকে আবশ্যিকভাবে সরকার নির্ধারিত মূল্যে অনুমোদিত পণ্য বিক্রয় করতে হবে।

১৭.২) ট্যাংকলরী/বাউচারের মাধ্যমে জ্বালানি সরবরাহের ক্ষেত্রে ডিলারের বাউচার রাখার অনুমোদিত স্থান/জায়গা হতে সরবরাহ পয়েন্ট এর দুরত্ব বিবেচনায় লিটার প্রতি সার্ভিস চার্জ বাবদ সর্বোচ্চ ১ (এক) টাকা আদায় করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে ভোক্তাদের নিকট হতে ক্রয়াদেশ গ্রহণের সময় তা আবশ্যিকভাবে ভোক্তাকে অবহিত করতে হবে এবং এতে গ্রাহকদের সম্মতি রয়েছে মর্মে সরবরাহ আদেশ ফরমে একটি অনুচ্ছেদ থাকতে হবে।

১৭.৩) জেরিক্যানের মাধ্যমে সরবরাহের ক্ষেত্রে জেরিক্যানের ধারণক্ষমতা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবহণ খরচ বিবেচনায় সরবরাহকৃত জ্বালানি পণ্যের সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে, ক্রেতা-ডিলারের পারস্পারিক সমঝোতার ভিত্তিতে সার্ভিস চার্জ বাবদ লিটার প্রতি সর্বোচ্চ ২ (দুই) টাকা আদায় করা যাবে।

১৭.৪) নিয়মিত সরবরাহের ক্ষেত্রে সরবরাহ গ্রহীতার সাথে সেবা প্রদানকারী ডিলারের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করা যেতে পারে।

১৭.৫) সরকার সময় সময় সার্ভিস চার্জ এর পরিমাণ সমন্বয় করতে পারবে।

**১৮। বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা:**

১৮.১) বিপিসির চূড়ান্ত অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে তেল বিপণন কোম্পানি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ডিলারশীপ প্রদান/ইস্যু করবে। তৎপ্রেক্ষিতে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বিস্ফোরক পরিদপ্তর হতে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স সংগ্রহ, জেলা প্রশাসকের অনাপত্তি, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রসহ প্রযোজ্য অন্যান্য সনদ/অনাপত্তি/ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

১৮.২) **অনুচ্ছেদ-৬ (ঠ)** এ বর্ণিত অর্থ পে-অর্ডারের মাধ্যমে বিপণন কোম্পানিতে নিরাপত্তা জামানত জমা প্রদানপূর্বক ৩০০ (তিনশত) টাকার জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ডিলারশীপ এগ্রিমেন্ট চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। উক্ত চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর অনুমোদিত ডিলার বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করতে পারবেন।

**১৯। মনিটরিং:**

১৯.১) অনুমোদিত ডিলারের সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিংয়ের লক্ষ্যে অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের অ্যাপসে তেল বিপণন কোম্পানি, বিপিসি এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের প্রবেশাধিকার থাকবে।

১৯.২) যেকোন সময়ে অনুমোদিত বাউচারসমূহের অবস্থান সনাক্তকরণ/কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্যাদি নিশ্চিত হওয়া যায় এমন টুলস/সিস্টেম থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/বিপিসি/কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের আইডি ও পাসওয়ার্ড সরবরাহ করতে হবে।

১৯.৩) অ্যাপসে প্রবেশাধিকার এবং বাউচারসমূহের অবস্থান সনাক্তকরণে কোন ধরনের ত্রুটি দেখা দিলে অনুমোদিত ডিলার তাৎক্ষণিককভাবে তেল বিপণন কোম্পানি এবং বিপিসির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে অবহিত করবে।

১৯.৪) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/বিপিসি/বিপণন কোম্পানি/বিএসটিআই/ বিস্ফোরক পরিদপ্তর/ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ অনুমোদিত ডিলারের কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য ফুয়েল ডেলিভারি কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করতে পারবে।

**২০। ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ:**

ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় টুলস থাকতে হবে। মানসম্মত ও সঠিক পরিমাপের জ্বালানি সরবরাহ করতে হবে। ভোক্তাদের তথ্য গোপনীয়তার সঙ্গে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। আদালতের নির্দেশনা ব্যতীত এবং বিপিসির পূর্বানুমোদন ছাড়া অন্য কোন পক্ষের সঙ্গে ভোক্তাদের তথ্যাদি শেয়ার/সরবরাহ করা যাবে না। এ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে, সে বিষয়ে তদন্ত সাপেক্ষে তেল বিপণন কোম্পানি/বিপিসি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে জ্বালানি তেল সরবরাহ বন্ধ করতে পারবে।

**২১। ডিলারশীপের মেয়াদ:**

২১.১) চূড়ান্ত অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইস্যুকৃত ডিলারশীপের মেয়াদ প্রাথমিকভাবে ২ (দুই) বছর হবে। এ সময়ে প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর তাদের সার্বিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন বিপণন কোম্পানির মাধ্যমে বিপিসিতে দাখিল করতে হবে।

২১.২) প্রাথমিকভাবে অনুমোদিত সময়ের কার্যক্রমের অগ্রগতি সন্তোষজনক হলে বিপিসির সম্মতিক্রমে বিপণন কোম্পানি পরবর্তী প্রতি ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ডিলারশীপের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে।

**২২। ডিলারশীপ বাতিল:**

এ নীতিমালার আলোকে অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের ডিলারশীপ নিম্নোক্ত কারণে বাতিল করা যেতে পারে:

(ক) অনুমোদিত বিক্রয় অধিক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন অধিক্ষেত্রে বিক্রয়;

(খ) অত্র নীতিমালার সকল শর্তাবলি যথাযথভাবে পরিপালনে ব্যর্থতা;

(গ) পরিমাপে কম এবং মানজনিত অভিযোগের সত্যতা;

(ঘ) নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্য আদায়ের অভিযোগের সত্যতা;

(ঙ) ডিলারশীপ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি দপ্তর/সংস্থার অনুমতির মেয়াদ উত্তীর্ণ;

(চ) অনুমোদিত ডিলারের বাণিজ্যিক কার্যক্রম যৌক্তিক কারণ ব্যতীত একনাগাড়ে ৩ (তিন) মাস বন্ধ থাকলে;

(ছ) অন্য কোন যৌক্তিক কারণ সংগঠিত হলে।

**২৩। ডিলারশীপ বাতিলের পদ্ধতি:**

২৩.১) **অনুচ্ছেদ-২২** এ বর্ণিত শর্তের ব্যত্যয়ের অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট এলাকার মনিটরিংয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রাথমিক তদন্ত করবেন। প্রাথমিকভাবে উক্ত তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে, ডিলারের অনুকূলে জ্বালানি তেল সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ করবে এবং কেন ডিলারশীপ বাতিল করা হবে না মর্মে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট জবাব দাখিলের জন্য ডিলারকে নোটিশ প্রদান করবে।

২৩.২) **অনুচ্ছেদ-২৩.১** এ গৃহীত ব্যবস্থাদির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিপণন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। ডিলারের জবাব সন্তোষজনক হলে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমতিক্রমে ডিলারের অনুকূলে জ্বালানি সরবরাহ করা যাবে।

২৩.৩) সাময়িক বন্ধ থাকার পরে চালুকৃত ডিলার পুনরায় **অনুচ্ছেদ-২২** এ বর্ণিত শর্তের ব্যত্যয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত হলে **অনুচ্ছেদ-২৩.১** মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কোম্পানি প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়টি বিপিসিকে অবহিত করবে। বিপিসি উক্ত অভিযোগটি কোম্পানির প্রতিনিধি/বিপিসির প্রতিনিধি অথবা যৌথভাবে তদন্ত করবে। এতে অভিযোগ প্রমাণিত হলে ডিলারশীপ বাতিল করা হবে।

**২৪। ডিলারশীপ পুনর্বহাল পদ্ধতি:**

ডিলারের আবেদনে বর্ণিত কারণ/অন্যান্য বিষয়গুলো যৌক্তিক হলে কোম্পানির সুপারিশক্রমে বিপিসি কর্তৃপক্ষ বাতিলকৃত ডিলারশীপ পুনর্বহাল আবেদন বিবেচনা করতে পারবে।

**২৫। অভিযোগ দাখিল/গ্রহণ:**

অনুমোদিত ডিলারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিষ্ঠান হতে সেবা গ্রহণকারী কোন ভোক্তা/ গ্রাহক বিপণন কোম্পানি/বিপিসি/জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে লিখিতভাবে/অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন। উক্ত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় কোম্পানি/বিপিসি/ সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

**২৬। বিজ্ঞাপন/প্রচার প্রচারণা:**

অনুমোদিত ডিলার তাঁর প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন বা প্রচার-প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করতে পারবেন। এক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

**২৭। প্রতিষ্ঠানের মালিকানা/ ডিলারশীপ হস্তান্তর:**

বিপিসির পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে অনুমোদিত ডিলার তার ডিলারশীপ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করে মালিকানা পরিবর্তন করতে পারবেন না। তবে,

(ক) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলে,

(খ) যৌক্তিক কারণে একান্ত আবশ্যক হলে নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের মালিকানা হস্তান্তরে উভয় পক্ষ সম্মত রয়েছে এমন দলিলাদি দাখিল সাপেক্ষে মালিকানা পরিবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বিপণন কোম্পানির মাধ্যমে বিপিসির নিকট আবেদন করবে। বিপিসি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে।

**২৮। বিপিসির আওতাধীন বিপণন কোম্পানিসমূহের ভ্রাম্যমাণ পদ্ধতিতে জ্বালানি তেল বিপণনের সুযোগ প্রদান:**

বিপিসির আওতাধীন জ্বালানি তেল বিপণন কোম্পানিসমূহও বর্ণিত নীতিমালার আলোকে ভ্রাম্যমাণ পদ্ধতিতে জ্বালানি তেল বিপণন করতে পারবে এবং বেসরকারি উদ্যোক্তা/ প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। তবে, এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও শর্তাবলি সরকার/বিপিসি কর্তৃক নির্ধারিত হবে। একইসঙ্গে সরকার/ বিপিসি গ্রাহক পর্যায়ে সার্ভিস চার্জসহ প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বাজারে সমতা আনয়ন, ভোক্তাদের স্বার্থরক্ষা এবং বাজারে উত্তম চর্চা নিশ্চিত করবে।

**২৯। আইন/ বিধিমালা/ নীতিমালার অনুসরণ:**

২৮.১) তেল বিপণন কোম্পানি হতে ডিলারশীপ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে আবশ্যিকভাবে এ সংক্রান্ত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এ্যাক্ট, ১৯৭৪; পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬; বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন, ২০১৬; পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮ সহ এ সংক্রান্ত অন্যান্য আইন/বিধিমালা/নীতিমালার সকল নির্দেশনা/শর্তাবলি যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

২৮.২) অনুমোদিত ও চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা, ২০১৮ (সংশোধিত, ২০২০) এবং ডিজিটাল কমার্স পরিচালন নির্দেশিকা, ২০২১ এবং এ সংক্রান্ত আইন/নীতিমালা/বিধিমালা/নির্দেশিকায় বর্ণিত সকল শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

২৮.৩) অত্র নীতিমালায় বর্ণিত আইন/বিধিমালা/নীতিমালা/নির্দেশিকা পরিপালনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে অনুমোদিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

**৩০। আইনগত অধিকার অর্জন:**

এ নীতিমালা জারির কারণে কোন প্রতিষ্ঠান ডিলারশীপ প্রাপ্তির জন্য কোম্পানি/বিপিসির নিকট আইনগত অধিকার অর্জন করবে না।

**৩১। নীতিমালায় ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতা:**

এ নীতিমালায় কোন অনুচ্ছেদ/অংশের অর্থের অস্পষ্টতা থাকলে বা কোন বিষয়ে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

**৩২। সংশোধন, সংযোজন/বিয়োজন এবং পরিমার্জন:**

জ্বালানি তেল সরবরাহ/বিপণন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত আইন ও বিধিমালার কোন বিধানের সাথে এই নীতিমালার কোন অনুচ্ছেদ সাংঘর্ষিক হলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনের বিদ্যমান ধারা ও বিধিমালার বিধান প্রাধান্য পাবে। এই নীতিমালা প্রয়োজনে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করার সকল ক্ষমতা জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সংরক্ষণ করে।

**মোঃ নুরুল আলম**
সচিব

**ফরম-১**

ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ পদ্ধতিতে জ্বালানি পণ্য বিক্রয়/সরবরাহের লক্ষ্যে ডিলার/সরবরাহকারী নিয়োগের নমুনা আবেদনপত্র ফরম

**(সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের লেটার হেড)**

বরাবর

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড/ মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড/ যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (যে কোন একটি)

চট্টগ্রাম।

বিষয়: ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে ভ্রাম্যমান পদ্ধতিতে জ্বালানি তেল বিপণন/ সরবরাহের অনুমতি প্রদানের জন্য আবেদন।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম | : | |
| ২। | নিবন্ধিত ঠিকানা | : | |
| ৩। | মালিক/প্রতিষ্ঠাতা/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাদি | : | (ক) নাম-<br>(খ) পদবি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)-<br>(গ) স্থায়ী ঠিকানা-<br>(ঘ) বর্তমান ঠিকানা-<br>(ঙ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর-(কপি সংযুক্ত করতে হবে)<br>(চ) টি.আই.এন. নম্বর-(কপি সংযুক্ত করতে হবে)<br>(ছ) মোবাইল নম্বর-<br>(জ) ইমেইল-<br>(ঝ) পাসপোর্ট নম্বর-(যদি থাকে কপি সংযুক্ত করতে হবে) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪। | প্রতিষ্ঠানের ধরন (সম্পূর্ণ উল্লেখ করতে হবে) যেমন:<br>(ক) প্রোপাইরটরশিপ<br>(খ) পার্টনারশিপ<br>(গ) লিমিডেট কোম্পানি | : | প্রমাণক হিসেবে অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে<br>(ক) প্রোপাইরটরশিপ ট্রেড লাইসেন্স<br>(খ) পার্টনারশিপ দলিল<br>(গ) লিমিটেড কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন, আর্টিকেল অফ অ্যাসোসিয়েশন এবং ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট |
| ৫। | প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের বিবরণ | : | প্রমাণক হিসেবে অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে:<br>(ক) ট্রেড লাইসেন্স<br>(খ) বিআইএন/ ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর<br>(গ) টিআইএন নম্বর |
| ৬। | মজুদাগারের অবস্থান | : | (ক) মৌজা, প্লট নম্বর, জেএল নম্বর, হোল্ডিং নম্বর<br>(খ) শহর/গ্রাম<br>(গ) উপজেলা/থানা<br>(ঘ) জেলা<br>(ঙ) মজুদাগারের জমির ধরণ (চিহ্ন) (ক) নিজস্ব জমি (খ) ইজারা (গ) ভাড়া (জমির দলিল এবং পর্চা বা ইজারা/ ভাড়া চুক্তির অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে) |
| ৭। | জ্বালানি ডেলিভারী বাউচারের সংখ্যা ও ধারণ ক্ষমতা<br>(বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে) | : | (ক) সংখ্যা<br>(খ) ধারণক্ষমতা<br>(গ) প্রস্তুতকারী<br>(ঘ) অন্যান্য বিষয় (যদি থাকে) |
| ৮। | ডিপো হতে জ্বালানি তেল সংগ্রহ ও পরিবহন এবং মজুদের জন্য ব্যবহৃত বাইচারের সংখ্যা ও ধারণ ক্ষমতা<br>(বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে) | : | (ক) সংখ্যা<br>(খ) ধারণক্ষমতা<br>(গ) প্রস্তুতকারী<br>(ঘ) অন্যান্য বিষয় (যদি থাকে) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৯। | যে মেট্রোপলিটন/সিটি কর্পোরেশন/বিভাগীয় শহর এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে তার বিবরণ | : | |
| ১০। | ফুয়েল ডিসপেনসার/ মিটার ব্র্যান্ডের নাম | : | |
| ১১। | ফুয়েল ডিসপেনসার/ মিটার ব্র্যান্ড উৎপত্তির দেশ | : | |
| ১২। | আন্তর্জাতিক কোন Joint Venture কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ রয়েছে কিনা? (উত্তর যদি হ্যাঁ হয় তাহলে কোম্পানির নাম ও বিস্তারিত তথ্যাদি উল্লেখ করতে হবে) | : | |
| ১৩। | কোম্পানির ওয়েবসাইট | : | |
| ১৪। | কোম্পানির অ্যাপ এর উৎস/নিবন্ধন (প্লে-স্টোর/অ্যাপ স্টোর) সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ (ব্রোশিয়ারসহ) | : | |
| ১৫। | সার্ভারের বিবরণ | : | |
| ১৬। | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ/অধিদপ্তর/বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর অধীনে জ্বালানি খাতের সেবা প্রদানের জন্য রেজিষ্টার্ড/ নিবন্ধনের বিস্তারিত বিবরণ ও প্রমাণক | : | |
| ১৭। | সফটওয়্যার ও ব্র্যান্ড এর কপিরাইট লাইসেন্স এর বিবরণ | : | |
| ১৮। | মূল্য আদায় সংক্রান্ত পেমেন্ট গেটওয়ের বিস্তারিত বিবরণ (বাণিজ্যিক ব্যাংক, মোবাইল ব্যাংকিং বা ডিজিটাল গেইটওয়ে) প্রমাণকসহ | : | |

**আবেদনপত্রের সঙ্গে নিম্নলিখিত চেকলিষ্ট অনুযায়ী ডকুমেন্ট সংযুক্ত করতে হবে:**

| নথিপত্র | হ্যাঁ | না |
|---|---|---|
| ট্রেড লাইসেন্স | | |
| ভ্যাট সনদ | | |
| টিআইএন | | |
| জাতীয় পরিচয়পত্র | | |
| মজুদাগারের দলিল | | |
| ফুয়েল বাউচার | | |
| কপিরাইট লাইসেন্স | | |
| সার্ভার | | |
| বিজনেস প্রোফাইল | | |
| আর্থিক সচ্ছলতা সনদ | | |
| বিমা সার্টিফিকেট | | |
| অন্যান্য (প্রযোজ্য ডকুমেন্টসমূহ) | | |

আমি/আমরা এতদ্বারা প্রত্যয়ন করছি যে, আবেদনপত্রে থাকা তথ্য এবং সংযুক্ত সনদসমূহ আমার/আমাদের সর্বোত্তম জ্ঞান অনুসারে সঠিক এবং সম্পূর্ণ। আবেদনপত্র এবং সংযুক্ত নথিতে প্রদত্ত যে কোন মিথ্যা/অসম্পূর্ণ তথ্য/বিবৃতির জন্য আমি/আমরা দায়ী থাকব। এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, এ সংক্রান্ত নীতিমালার সকল শর্ত ও নিয়মাবলী মেনে চলতে বাধ্য থাকব এবং আমি/আমরা যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে অত্র ডিলারশীপের শেয়ার, মালিকানা বিক্রয়/হস্তান্তর করব না। এই অঙ্গীকারনামা ভঙ্গ/লঙ্ঘন করা হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ডিলারশীপ বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে সর্বস্বত্ব সংরক্ষণ করে।

তারিখ: ..... আবেদনকারীর নাম:.....

স্বাক্ষর:.....

সংযুক্ত:

সিল:.....

**ফরম-২**

**ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ পদ্ধতিতে জ্বালানি পণ্য ক্রয়/ গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্রেতা/গ্রাহক নিবন্ধনের**

**ডিজিটাল Know Your Customer (KYC) ফরম**

| গ্রাহকের ধরন | কোম্পানি | ব্যক্তি |
|---|---|---|
| নাম | - | - |
| ঠিকানা | - | - |
| মোবাইল নম্বর | - | - |
| জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর | প্রযোজ্য নয় | - |
| TIN নম্বর | - | - |
| BIN নম্বর | | প্রযোজ্য নয় |

**কি কাজে জ্বালানি ব্যবহার করা হবে (ব্যবহারের ক্ষেত্র নির্বাচন করুন):**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | জেনারেটর | | ভারি যন্ত্রপাতি | | কন্সট্রাকশন সাইট | | কারখানা |
| | অন্যান্য (স্পষ্ট করে লিখতে হবে) | | | | | | |

**পণ্যের নাম ও চাহিদার পরিমাণ:**

| ক্রেতার ধরন | পণ্যের নাম | পরিমাণ |
|---|---|---|
| কোম্পানি/ব্যক্তি | (ডিজেল, অকটেন, পেট্রোল, লুব) | ..... লিটার |

**জ্বালানি সরবরাহ ক্ষেত্র/ স্থানের পরিচিতি:**

| জ্বালানি তেল গ্রহণের যন্ত্রপাতির ধরন | যে স্থানে জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হবে | ধারণক্ষমতা |
|---|---|---|
| | | |

**অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি কর্তৃক বাস্তবতা যাচাই অন্তে প্রদত্ত মতামত:**

| গ্রাহক কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদি যাচাইয়ের তারিখ | মতামত | জ্বালানি তেল গ্রহণের যন্ত্রপাতির ছবি |
|---|---|---|
| | | |

আমরা এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে সমস্ত তথ্য সঠিক এবং আমরা নিশ্চিত করছি যে, আমি/ আমরা ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রয়কৃত জ্বালানি পণ্য দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবহার করবো, এ ক্ষেত্রে কোনরূপ ক্ষতিকারক কার্যকলাপের জন্য আমি/আমরা দায়ী থাকবো।

| | | | |
|---|---|---|---|
| গ্রাহকের স্বাক্ষর | | তারিখ | |
| ডিলারের প্রতিনিধির স্বাক্ষর | | তারিখ | |
| ডিলারশীপ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধানের স্বাক্ষর | | তারিখ | |

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব) বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd